দৈনিক খবর

26

তারিখ 10 MAY 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

# শিক্ষা নিয়ে এই হেলাফেলা কেন?

সিলেট সরকারী ডিগ্রী কলেজ জেলার একমাত্র সরকারী কলেজ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নাকি চরম শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে। সম্প্রতি দৈনিক খবরে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত এক খবরে বলা হয়েছে, ইংরেজী ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে কোন শিক্ষক না থাকায় জেলার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এদিকে 'সমস্যা জর্জরিত স্কুলে লেখাপড়া ব্যাহত' শীর্ষক আরেক খবরে জানা যায়, নানাবিধ সমস্যার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে স্কুল গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ঝড়ে বিধ্বস্ত স্কুল গৃহ, মেরামতের ব্যবস্থা না হওয়া, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা ইত্যাদি। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, গত বছর ঝড় ও বন্যায় বিধ্বস্ত পাবনা জেলার ৬টি উপজেলার ৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে এ সমস্ত বিদ্যালয়ের কোনটির ক্লাস চলছে গাছতলায়, কোনটির পার্শ্ববর্তী হাটের চালার মধ্যে আবার কোনটি বা এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তির বৈঠকখানায়। কোন কোন বিদ্যালয়ে আবার ক্লাসই হচ্ছে না। উক্ত খবরে নোয়াখালী, সাতক্ষীরা ও সিরাজদিখান এলাকার আরো কয়েকশ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব বিদ্যালয়ের সমস্যাও প্রায় অভিন্ন।

সংবাদপত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থা সম্পর্কে প্রায়ই যে সমস্ত খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায় তাতে ধারণা হয় না- সরকার দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সম্পর্কে আদৌ সচেতন। যদি তাই হতো তাহলে খবরের কাগজে সমস্যা জর্জরিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খবর এত ঘন ঘন ছাপা হতো না। অথচ এ সরকার ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর থেকেই জোর গলায় দাবী করছেন যে, শিক্ষার ওপর তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন, যে সরকার শিক্ষার ওপর এত গুরুত্বারোপ করেছেন সেই সরকারের আমলে শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যার খবর কি জন্যে ছাপা হয়? সরকার কি এসব সমস্যার কোন খোঁজই রাখেন না? রাখলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয় কি করে। আসলে এসব সমস্যার খবর যতই বেরুচ্ছে ততই যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের প্রকৃত মনোভাব কি। সরকার যতই গলাবাজি করে বলুন না কেন শিক্ষার জন্যে তারা অনেক কিছুই করেছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গেলে দেখা যাবে সরকারের সেই কথাতে যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে। শিক্ষার প্রতি সরকারের যদি এতই দরদ থেকে থাকে তা'হলে এই সমস্যাগুলো দূর করার ব্যাপারে সরকার এত সময় নেবেন কেন সেটা আমরা বুঝতে অক্ষম। নাকি সরকার এটাই ভাবছেন যে, শিক্ষক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব- এগুলো কোন সমস্যাই নয়। এসব ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে বা লেখাপড়া হতেপারে।

জানি না সরকার কোন্ বিবেচনায় এই সমস্যাগুলো দিনের পর দিন জিইয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করেছেন। সবার জন্যে শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কথা সরকার বেশ জোরেশোরেই প্রচার করছেন। গণশিক্ষা কার্যক্রমের কথাও তারা জোর দিয়ে বলছেন। শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দের কথাও তাদের মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যায়। যদি তাই হয়, তা'হলে এসব সমস্যা দূর করার জন্যে ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়া হয় না কেন? এটা কি আর্থিক সংকটের জন্যে, নাকি প্রশাসনিক জটিলতা অথবা দীর্ঘসূত্রিতাই এর কারণ? শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দের কথা সরকার যে ভাবে বলেন তাতে তো আর্থিক সংকট হওয়ার কথা নয়।

যে কারণেই হোক বা যে ভাবেই হোক দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যে নানারকম সমস্যার শিকার এবং এসব সমস্যার মুখে স্কুল ও কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাই যে আজ ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারছে না তা এক বাস্তব সত্য এবং সেই সাথে এই সত্যটিও বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে যে, সরকার শিক্ষার ব্যাপারে মুখে মুখে যত বাগাড়ম্বরই করুন না কেন, কার্যক্ষেত্রে এই সরকার শিক্ষা বিস্তার ও তার উন্নয়নে আন্তরিক নন। সরকারের এই মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার। তারা মুখে যে কথা বলছেন কাজে তা প্রমাণ করে দেখান। সেটাই আমরা চাই। অন্ততঃ শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হেলাফেলা চলে না। কেননা, জাতীয় উত্তরণের সর্বপ্রধান বাহনই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েই আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং তা শুধু কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করে দেখাতে হবে।